সংবাদ

তারিখ ... 2 SEP ২০১১ ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৭ ...

বেসরকারি স্কুল কলেজ ও মাদরাসা —

# দেড় বছর ধরে বন্ধ এমপিওভুক্ত বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের সব ধরনের সুবিধা

● আশ্বাসে কাজ হচ্ছে না : ক্ষোভ বাড়ছে

রাকিব উদ্দিন

প্রায় দেড় বছর ধরে এমপিওভুক্ত বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের সব ধরনের সুযোগ-সুবিধাই বন্ধ আছে। শিক্ষা প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বারবার আশ্বাস দিলেও কোন সুবিধাই ছাড় হচ্ছে না। এতে সারাদেশের শিক্ষক-কর্মচারীদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে। আর্থিক স্বচ্ছতা, দুর্নীতির আশঙ্কা, বিকেন্দ্রীকরণ এবং ডিজিটালাইজেশন পদ্ধতি চালুর অজুহাতে শিক্ষক-কর্মচারীদের সব ধরনের প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা বন্ধ রেখেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। শিক্ষা অধিদফতরের বিভিন্ন দফতরে বঞ্চিত শিক্ষক-কর্মচারীদের ফাইলের জটলা সৃষ্টি হয়েছে। এসব সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। কিন্তু টনক নড়ছে না শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের।

জানা গেছে, গত বছরের মে মাস থেকে বন্ধ আছে শূন্যপদে এমপিওভুক্তি, ২০১১ সালের জানুয়ারি থেকে বন্ধ আছে সহকারী অধ্যাপকের এমপিও সুবিধা এবং স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা ও সমমানের প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠান প্রধান ও সহ-প্রধানের উচ্চতর স্কেল। গত বছরের নভেম্বর ও ডিসেম্বর থেকে বন্ধ আছে মাধ্যমিক স্কুলের সহকারী গ্রন্থাগারের এমপিওভুক্তি। ২০১০ সালে প্রায় ১৬শ' শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা হলেও এসব প্রতিষ্ঠানের আড়াই হাজার শিক্ষক-কর্মচারী এখনও এমপিওসুবিধা পায়নি। এমপিওভুক্তির অপেক্ষায় হাজার হাজার ফাইল আটকে আছে। এছাড়া দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর ২০১১ সালের মাঝামাঝি সময়ে ইনডেক্সধারী শিক্ষকদের এমপিওভুক্তি এবং কলেজ শিক্ষকদের টাইমস্কেল চালু করা হলেও ওই

বেসরকারি : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৪

## বেসরকারি : শিক্ষক

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বছরের জুন থেকেই ফের বন্ধ রাখা হয়েছে এই সুবিধা। এতে শিক্ষক
সংগঠনগুলোর মধ্যে ক্ষোভ বিরাজ করছে। এমনকি সরকার শিক্ষক সংগঠনগুলোও
এখন দাবি আদায়ে দুর্বার আন্দোলনে আছেন।
এ বিষয়ে সরকার সমর্থক শিক্ষক সংগঠন জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্টের
সমন্বয়কারী মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম সংবাদ'কে বলেছেন, 'শিক্ষামন্ত্রী
আমাদের জানিয়েছেন- টাকা নেই। অথচ আমরা জানতে পারলাম ২০১১-২০১২
অর্থবছরে এমপিওখাতে বরাদ্দকৃত অর্থের অবশিষ্ট ২৬ কোটি ৮০ লাখ ৬৪ হাজার
৮২ টাকা ফেরত গেছে অর্থ মন্ত্রণালয়ে'।
তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'বেসরকারি শিক্ষকদের মূল দাবি চারটি-
ইনক্রিমেন্ট, মেডিকেল ভাতা, উৎসব ভাতা ও বাড়ি ভাড়া প্রদান। এসব দাবি পূরণ
না হলে আমাদের আন্দোলনও বুয়েটের শিক্ষকদের আন্দোলনের মতো হবে।
সরকার কোনক্রমেই আমাদের থামাতে পারবে না'।
শিক্ষক সংগঠনগুলো মনে করছে, শিক্ষা প্রশাসনকে ঘিরে রাখা অদক্ষ আমলাতন্ত্র,
দুর্বল ব্যবস্থাপনা ও সিদ্ধান্তহীনতা, বেসরকারি শিক্ষকদের প্রতি আমলাদের বিরূপ
ও নিচু মানসিকতা পোষণ, এমপিওভুক্তি প্রদানে দুর্নীতির আশঙ্কার কারণেই
শিক্ষক-কর্মচারীদের আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা বন্ধ রাখা হচ্ছে। তাছাড়া মাউশি
ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা এসব সমস্যা নিরসন না করে কেবল ফাইল
চালাচালির মধ্যেই শিক্ষক-কর্মচারীদের ভাগ্য ঝুলিয়ে রেখেছে বলেও শিক্ষক
নেতারা মন্তব্য করেছেন।
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) কর্মকর্তারা জানান, ঘুষ, দুর্নীতি
ও অনিয়মের লাগাম টানতে বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের এমপিওভুক্তি,
টাইমস্কেল ও বেতনভাতা প্রদানের কার্যক্রম অনলাইনে সম্পন্ন করার উদ্যোগ
নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এ কার্যক্রম চালু হলে বেসরকারি শিক্ষক ও কর্মচারীরা
নিজ নিজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা এলাকা থেকেই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ফরম পূরণ
করতে হবে। কাউকে এ সংক্রান্ত কাজের জন্য মাউশি এবং কারিগরি শিক্ষা
অধিদফতরে আসতে হবে না।
তবে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, অনলাইনে এমপিও কার্যক্রম বিতরণ প্রক্রিয়া অত্যন্ত ধীর
গতিতে এগচ্ছে। এমপিওভুক্তি ও টাইমস্কেলের আবেদন ফরম পূরণসহ যাবতীয়
কার্যক্রম দ্রুত অনলাইনে সম্পন্ন করার বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব
(মাধ্যমিক) এএস মাহমুদের সভাপতিত্বে গত ৭ ফেব্রুয়ারি সাত সদস্য বিশিষ্ট
একটি কমিটি গঠন করা হলেও ওই কমিটি তাদের কার্যক্রম তেমন এগতে
পারেনি।
শিক্ষা মন্ত্রণালয় জানায়, বর্তমানে ২৬ হাজার ৮১টি সাধারণ স্কুল, কলেজ ও
মাদ্রাসা, ৭৭৫টি কারিগরি কলেজ এবং কারিগরি স্কুলসহ প্রায় ২৮ হাজার
এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে। এসব প্রতিষ্ঠানের প্রায় সাড়ে পাঁচ লাখ শিক্ষক-
কর্মচারী আছেন এমপিও সুবিধা পাচ্ছেন। কিন্তু সংশ্লিষ্টদের ঘুষ না দেয়ায় অসংখ্য
যোগ্য শিক্ষক-কর্মচারী এমপিও সুবিধা পাচ্ছেন না।
সরকার সমর্থক অন্যতম বৃহৎ শিক্ষক সংগঠন শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদের
আহ্বায়ক অধ্যক্ষ শাহজাহান আলম সাজু সংবাদ'কে বলেছেন, 'শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান
জাতীয়করণ, শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন, অবিলম্বে শূন্যপদে এমপিওভুক্তি চালু, সরকারি
শিক্ষক-কর্মচারীদের মতো চিকিৎসা ভাতা, বাড়ি ভাড়া ও উৎসব ভাতা দেয়াসহ
বিভিন্ন দাবিতে আমরা আগামী ৮ থেকে ১৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সারাদেশের
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালন করব'।
তিনি আরও বলেন, 'যেসব প্রতিষ্ঠান এখনও এমপিওভুক্ত হয়নি সেগুলোকেও
এমপিওভুক্তির আওতায় আনতে হবে'।